BANGLA NAMAZ SHIKHA (NURE NURANI) BOOK

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka tuhu

(READ THIS BOOK CAREFULLY WITH ATTENTION AND 5 TIME PRAY SALAH AND OBEY THE RULES OF ALLAH ACCORDING TO QURAN SHARIF. DO GOOD DEEDS, INSHA ALLAH YOU MAY GO TO HEAVAN (JANNAH).
DUA FOR ME TO ALLAH.
JAJAK ALLAHU KHAYRAN.

PDF created by Minhaj Uddin Ahmed,
Bilasipara, Dhubri, Assam (India)
Contact No. 9613719503
Email- minhajuddinahmed786@gmail.com
FACEBOOK- facebook.com/minhajuddinahmed786
More info visit:- www.islamicinfo-minhaj.weebly.com

নূরে নূরানী

নামায শিক্ষা

[নামায, রোযা ও যাকাতের জরুরী মাসলা মাসায়েলসহ
মূল আরবির বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ সম্বলিত]

লেখক

এম. এম. ফয়েজ উল্লাহ পাঠান

বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বহুগ্রন্থ লেখক ও প্রকাশক
সেক্রেটারী; বিশ্ব ইসলাম প্রচার প্রকাশনা সংস্থা
আবুতোরাব নগর, চাটখিল, নোয়াখালী

প্রকাশনায়

ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরী

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ইসলাম ও ঈমান

আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্মের নাম হচ্ছে 'ইসলাম'। ইসলাম ধর্মের অর্থ সমর্পণ, শান্তি, নিরাপত্তা। আর ধর্মীয় পরিভাষায় ইসলামের অর্থ হচ্ছে, বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁহার সমস্ত হুকুম ও বিধি-বিধানমূহ মানিয়া চলা। ঈমান শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করা।

কালেমা সমূহ

কালেমায়ে তাইয়্যেব

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু-মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল।"

কালেমায়ে শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণঃ আশহাদু আল্লা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শারী-কালাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব'দুহু ওয়া রাসূ-লুহ্।

অর্থ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি অদ্বীতিয় তাঁহার কোন শরীক নাই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

কালেমায়ে তাওহীদ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاحِدًا لَاثَانِىَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহিদাল্লা ছা-নিয়ালাকা মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লা-হি ইমামুল্ মুত্তাক্বীনা রাসূলু রাব্বিল আ-লামী-ন।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেহ নাই, তুমি এক ও শরীকবিহীন। হযরত মুহাম্মদ (স) মুত্তাকী-গণের নেতা ও বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল।

কালেমায়ে তামজীদ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِىَ اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা নূরাই ইয়াহ্ দিয়াল্লা-হু লিনূরিহী মাইয়্যাশা-উ মুহম্মাদুর রাসূলুল্লা-হি ইমামুল মুরসালী-না খাতামুন্ নাবিয়ী-ন।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য অন্য কেহ নাই। তুমি জ্যোতির্ময় আল্লাহ্, তুমি যাহাকে ইচ্ছা তোমার স্বীয় জ্যোতি দ্বারা পথ প্রদর্শন করিয়া থাক, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) রাসূলগণের নেতা ও আখেরী নবী।"

কালেমায়ে রদ্দে কুফর

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّنُؤْمِنُ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ مَا اَعْلَمُ بِهٖ وَاَتُوْبُ وَاَمَنْتُ وَاَقُوْلُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিন্ আন্ উশরিকা বিকা শাইয়াঁও ওয়ানু মিনু বিহী ওয়াসতাগ ফিরুকা মা আ'লামু বিহী ওয়া আতুবু ওয়া আমান্তু ওয়া আকুলু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলু ল্লাহ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি যে, আমি যেন সজ্ঞানে তোমার সহিত কাহাকেও শরীক না করি। আমার জানা এবং অজানা গুনাহসমূহের ক্ষমা চাহিতেছি। আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি ও বলিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই।

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ
وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ .

উচ্চারণ ঃ আ-মান্‌তু বিল্লাহি কামা-হুওয়া বিআস্‌মায়িহী-ওয়া ছিফা-তিহী-ওয়া ক্বাবিলতু জামী-য়া' আহাকামিহী ওয়া আরকা-নিহী।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর প্রতি ও তাঁহার যাবতীয় নাম সমূহ ও গুণাবলীর প্রতি যথাযথভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং তাঁহার সর্ব প্রকার আদেশ-নির্দেশ ও বিধান সমূহ মানিয়া লইলাম।

ঈমানে মুফাচ্ছাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ
اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ -

উচ্চারণ ঃ আ-মান্‌তু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুছুলিহী ওয়াল্ ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল ক্বাদ্‌রি খাইরিহী ওয়া শার্‌রিহী মিনাল্লাহী তায়ালা ওয়াল্ বা'ছি বা'দাল্ মাউত।

অর্থ ঃ আমি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম আল্লাহর প্রতি এবং তাঁহার ফেরেশতাগণের প্রতি এবং তাঁহার কিতাব সমূহের প্রতি এবং তাঁহার রাসূলগণের প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি এবং তকদীরের ভাল মন্দের প্রতি এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের প্রতি। এই সাতটি বিষয় ঈমানের মূল অঙ্গ।

অজুর বিবরণ

পাক পবিত্রতা হাসিলের জন্য কম নাপাক হতে পানি দ্বারা শরীরের কতিপয় নির্দিষ্ট অঙ্গ যথাঃ হাত, পা ও মুখমণ্ডল ধৌত করা এবং মস্তক মাসেহ করাকে অজু বলা হয়।

অজুর ফরজসমূহ

অজুর মধ্যে চারটি ফরজ। যথা ঃ (১) সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা। (২) উভয় হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা। (৩) মাথার এক চতুর্থংশ একবার মাছেহ করা। (৪) উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা। এই ফরজ সমূহের মধ্য হইতে একটি কার্য ও বাদ পড়িলে কিংবা একটি পশমের গোড়ায়ও পানি না পৌছিলে অজু হইবে না।

অজু করিবার নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى .

উচ্চারণ ঃ নাওয়াতুয়ান আতাওয়াজ্জায়া লিরাফ্ইল্ হাদাছি ওয়াস্তি বাহাতিছ্ ছালাতি ওয়া তাকররুবা ইলাল্লাহি তায়ালা।

অর্থ ঃ "আমি নাপাকি দূর করিবার জন্য এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অজুর নিয়াত করিতেছি।"

অজু করিবার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ - اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ - اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ -

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল্ আ'লিয়্যিল আযীম, ওয়াল্হামদুলিল্লাহি আ'লা দ্বীনিল ইসলাম, আলইসলামু হাক্কুন্ অয়াল কুফরু বাত্বিলুন। আল ইস্লামু নুরুন্ ওয়াল কুফরু যুল্মাতুন।

অজু শেষ করিয়া পরিবার দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ আ'ল্নী মিনাত্তা– ওয়্যাবীনা ওয়াজ আ'ল্নী মিনাল মুতাত্বা-হ্হিরীনা ওয়াল্লাজিনা লা-খাওফুন আ'লাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহযানূন।

অজু ভঙ্গ হইবার কারণ

(১) প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়া কোন বস্তু বাহির হওয়া, যথা ঃ প্রস্রাব করা, মল ত্যাগ করা, কৃমি, বায়ু, পুঁজ ইত্যাদি বাহির হওয়া। (২) মুখ ভর্তি বমি করা। (৩) দেহের যে কোন ক্ষত স্থান হইতে রক্ত,পুঁজ বা পানি বাহির হইয়া গড়াইয়া যাওয়া। (৪) উচ্চ আওয়াজে নামাযের মধ্যে হাসিলে। (৫) নেশা জাতীয় কোন কিছু খাইয়া বেহুশ বা পাগল হইলে। (৬) দাঁতের গোড়া কিংবা মুখের অন্য কোন স্থান হইতে রক্ত বাহির হওয়া।(৭) স্ত্রী-পুরুষের লিঙ্গে লিঙ্গে স্পর্শ করালে। (৮) তাইয়্যাম্মুমকারী পানি প্রাপ্ত হইয়া অজু করিতে সক্ষম হইলে। (৯) নিদ্রামগ্ন হইলে এবং (১০) বেহুশ হইলেও অজু নষ্ট হইয়া যায়।

তাইয়াম্মুমের বিবরণ'

মানুষ যখন পানি ব্যবহার করিতে অক্ষম হইয়া থাকে এবং পানি পাইতে অসুবিধায়

পড়িয়া থাকে তখন পবিত্র মাটি দ্বারা অথবা কোন মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা অপবিত্রতা দূর করিয়া পবিত্র হইবার জন্য আল্লাহ তা'আলা যেই ব্যবস্থার বিধান দিয়াছেন তাহাকেই তাইয়্যাম্মুম বলা হয়।

তাইয়্যাম্মুমের ফরজ'

তাইয়্যাম্মুমের ফরজ তিনটি। যথা ঃ (১) তাইয়্যাম্মুমের নিয়াত করা। (২) মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করা, (৩) তৎপর হস্তদ্বয় পুনঃ তাইয়্যাম্মুমের বস্তুতে মারিয়া ঘর্ষণ করতঃ মাসেহ করা।

তাইয়্যাম্মুম করিবার নিয়ম

সর্বাগ্রে বিস্‌মিল্লাহ বলিয়া তাইয়্যাম্মুমের নিয়ত পড়িয়া হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলী একটু ফাকা রাখিয়া তাইয়্যাম্মুমের বস্তুতে হাত রাখিয়া হস্তদ্বয় একটু সম্মুখে ও পিচনে টানিবে। তৎপর হস্তদ্বয় উঠাইয়া একটু ঝাড়িয়া সমস্ত

মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করিবে যেন একটি লোমের গোড়াও বাদ না যায়। তারপর পুনঃ হস্তদ্বয় তাইয়্যাম্মুমের বস্তুতে মারিয়া একটু সম্মুখে ও পিছনে টানিয়া উঠাইয়া একটু ঝাড়িয়া বাম হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমার পেট ও হাতের কতক অংশ দ্বারা ডান হাতের পিঠ আঙ্গুলীর মাথা ইহতে কনুই পর্যন্ত একবার উত্তম রূপে মাসেহ করিবে। তৎপর বাম হাতের বৃদ্ধা ও শাহাদত অঙ্গুলীদ্বয় ও তৎসংলগ্ন হাতের তালুর কিছু অংশ দ্বারা ডান হাতের পেট কনুইর দিক হইতে আঙ্গুলীর মাথা পর্যন্ত মাসেহ করিবে। তারপর ডান হাত দ্বারা শেষ সময় এক হাতের অঙ্গুলী অন্য হাতের অঙ্গুলীর ফাঁকে ঢুকাইয়া খেলাল করিবে।

তাইয়্যাম্মুমের নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আতাইয়াম্মামা লিরাফয়িল হাদাছি ওয়াল জানাবাতি

ওয়াসতিবাহাতাল্ লিচ্ছালাতি ওয়া তাক্বার-রুবান্ ইলাল্লাহি তা'আলা।

বাংলা নিয়ত ঃ আমি অপবিত্রতা হইতে পাক পবিত্র হইবার জন্য এবং নামায আদায় ও আল্লাহর নৈকট্যতা লাভের জন্য তাইয়্যামুম করিতেছি।

গোসলের বিবরণ

মানব দেহের নাপাকি ও ময়লাসমূহ দূর করিবার জন্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য গোসল করা একান্ত প্রয়োজন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও গোসল করিতে আদেশ করিয়াছেন। গোসল চার প্রকার, যথা ঃ (১) ফরজ গোসল, (২) ওয়াজিব গোসল, (৩) সুন্নাত গোসল এবং (৪) মুস্তাহাব গোসল।

ফরজ গোসল

(১) যে কোন কারণে উত্তেজনা বশতঃ বীর্য (ধাতু) নির্গত হইলে (২) স্বপ্ন দোষ হইলে,

(স্বামী ও স্ত্রী সহবাস করিলে, এই তিন অবস্থায় স্ত্রী লোক ও পুরুষ লোকের গোসল করা ফরজ ও (৪) স্ত্রী লোকদের জন্য হায়েজ ও নেফাসের পরে গোসল করা ফরজ।

ওয়াজিব গোসল

(১) কোন কাফির লোক জানাবত অবস্থায় মুসলমান হইলে তাহার জন্য গোসল করা ওয়াজিব হইবে। (২) মুর্দা ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব, তবে কোন কোন আলেম ফরজে কেফায়া বলিয়াছেন। মুর্দারের গোসল দাতাও গোসল করা ওয়াজিব কিন্তু কোন কোন আলেম ইহাকে সুন্নাত বলিয়াছেন।

গোসলের ফরজ

গোসলের মধ্যে তিনটি ফরজ, যথা ঃ (১) গড়গড়ার সহিত কুলী করা, কিন্তু রোজা রাখাবস্থায় গড়গড়া করা নিষেধ। (২)

নাকের ভিতরের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছাইয়া উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করা, (৩) মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর পানি পৌঁছাইয়া ধৌত করা। উপরোক্ত তিনটি ফরজ কার্যের মধ্যে একটি ও ছুটিয়া গেলে কিংবা শরীরের একটি পশমের গোড়ালী শুকনা থাকিলে গোসল শুদ্ধ হইবে না।

ফরজ গোসলের নিয়াত

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ.

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুল গুস্‌লা লি-রাফ্‌য়ি'ল জানাবাতি।

অর্থ ঃ "আমি নাপাকি দূর করিবার জন্য গোসল করিতেছি।"

গোসলের নিয়ম

প্রথমে মনে মনে গোসলের নিয়াত করিবে। অতঃপর হস্তদ্বয় কব্জী পর্যন্ত ধৌত করিয়া লইবে। তৎপর লজ্জাস্থান উত্তমরূপে

ধৌত করিয়া লইবে। তৎপর শরীরের অন্য কোথায়ও নাপাকি লাগিলে উহা ধৌত করিয়া ফেলিবে। তারপর অজু করিবে। তৎপর মস্তকে তিনবার ডান কাঁধে তিনবার, তারপর বাম কাঁধে তিনবার পানি ঢালিয়া সমস্ত শরীর ধৌত করিয়া ফেলিবে।

এস্তেঞ্জার বিবরণ

প্রস্রাব ও মল ত্যাগের পরে পবিত্র হওয়াকে এস্তেঞ্জা বলা হয়। এই এস্তেঞ্জা দুই প্রকার। যথাঃ (১) বড় এস্তেঞ্জা ও (২) ছোট এস্তেঞ্জা। মলত্যাগের পরে পবিত্র হওয়াকে ছোট এস্তেঞ্জা বলা হয়। প্রস্রাব ও মল ত্যাগ করিবার পর পবিত্র হওয়া সুন্নাত।

পায়খানার পূর্বের দোয়া

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউ'যুবিকা মিনাল্ খুব্‌চি ওয়াল্ খাবায়িছি।

পায়খানার পরের দোয়া

আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আযহাবা আন্নি'ল্ আযা ওয়া আফানী।

কুলুখের বিবরণ

প্রস্রাব ও মল ত্যাগের পরে পাক-পবিত্র হওয়াকে এস্তেঞ্জা বলা হয়। এই এস্তেঞ্জা দুই প্রকারে হওয়া যায়, প্রথমে কুলুখ ব্যবহার করতঃ পাক হওয়া, দ্বিতীয় বারে পানি দ্বারা ধৌত করতঃ পাক হওয়া যায়। প্রস্রাব ও মল ত্যাগের পরে কুলুখ ব্যবহার সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকীদ করিয়াছেন। তিনি ফরমাইয়াছেন ঃ প্রস্রাব ও মল ত্যাগ করিবার পরে তিনটি পাথর (অথবা তিনটি মাটির ঢিলা) দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করিবে। (মুসলিম শরীফ) অতঃপর পানি দ্বারা ধুইয়া পবিত্র হইবে। (ইবনে মাযা) প্রস্রাবের পরে কুলুখ ব্যবহার না করিলে শুধু পানি দ্বারা ধুইলে উহাতে ঠিকভাবে পবিত্রতা

হাসিল হয় না। যেহেতু প্রস্রাবের পরে দীর্ঘ সময় নালি ইহতে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকে সুতরাং কুলুখের দ্বারাই প্রকৃত পবিত্রতা লাভ করা যায়। তবে কুলুখ ব্যবহারের পরে পানি দ্বারা ধৌত করা মুস্তাহাব।

যে সমস্ত বস্তু দ্বারা কুলুখ লওয়া নাজায়েয

বৃক্ষের যে কোন কাঁচা পাতা, হাড়,. কাঁচা ঘাস, কাগজ, কয়লা, শুকনা গোবর, যে কোন খাদ্য দ্রব্য, চুল, শীশা, ধান, চাউল, গম এবং যে কোন মূল্যান জিনিস দ্বারা কুলুখ লওয়া জায়েয নাই।

নামাযের বিবরণ

সালাত আরবী শব্দ, ইহার শব্দগত অর্থ হইতেছে ঃ প্রার্থনা, অনুগ্রহ, পবিত্রতা বর্ণনা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর উর্দু ভাষায় সালাতকে নামায বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায়এমনি একটি নির্দিষ্ট উপাসনা বা

ইবাদতকে নামায বলা হয় যাহা নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট নিয়মে মুসলমানগণ আদায় করিয়া থাকে।

নামাযের ওয়াক্ত ও রাক'য়াতের ধারাবাহিক বিবরণ

দিন-রাত্রি ২৪ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরজ, যথা ঃ (১) ফজর, (২) যোহর, (৩) আছর, (৪) মাগরিব, (৫) এশা। ইহা ব্যতীত শুক্রবার দিন যোহরের ওয়াক্তে ইহার পরিবর্তে দুই রাক'য়াত জুমুয়ার নামায জামা'তের সহিত আদায় করা ফরজ। এখন উহার সময় ও রাক'য়াতের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ফজরের নামাযঃ সুবহে সাদেক হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজর নামাযের ওয়াক্ত। এই ওয়াক্তে মোট চার রা'কয়াত নামায। প্রথমে দুই রাকয়া'ত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ তৎপর দুই রাক'য়াত ফরজ।

যোহরের নামায ঃ দুপুরের পরে সূর্য সামান্য একটু পশ্চিম দিকে হেলিবার পর হইতে শুরু করিয়া আসরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত। এই ওয়াক্তে মোট দশ রাক'য়াত নামায। প্রথমে চার রাকয়াত সুন্নাত নামায, তার পর চার রাকা'য়াত ফরজ নামায, তৎপর দুই রাক'য়াত সুন্নাত নামায। অবশ্য ইহার পরে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করা যায়। ইহা আদায় করিলে সওয়াব হয় আর আদায় না করিলে গুনাহ হয় না।

আসরের নামায ঃ কোন বস্তু বা লাঠির ছায়া দ্বিগুণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আসর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হইয়া সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। এই ওয়াক্তে মোট আট রাকাআত নামায। প্রথমে চার রাক'য়াত সুন্নাতে গায়রেদাহ বা মুস্তাহাব নামায, তৎপর চার রাক'য়াত ফরজ নামায।

মাগরিবের নামায ঃ সূর্য অস্ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মাগরিবের নামযের সময় আরম্ভ হইয়া পশ্চিমাকাশে লাল আভা থাকা পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে। এই ওয়াক্তে মোট পাঁচ রাকায়াত নামায। প্রথমে তিন রাক'য়াত নামায ফরজ, তারপর দুই রাক'য়াত সুন্নাত নামায। অবশ্য ইহার পরে দুই রাক'য়াত নফল নামায পড়া যায়। না পড়িলে গুনাহ নাই।

এশার নামায ঃ সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশের লাল আভা মিটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এশার ওয়াক্ত শুরু হইয়া থাকে। তবে রাত্রি দুপুরের পর (১২টার পরে) মাকরূহ ওয়াক্ত। এশার ওয়াক্তে মোট দশ রাক'য়াত নামায। প্রথমে চার রাক'আত সুন্নাতে গায়ের মুকাদ্দাহ্। তারপর চার রাক'য়াত ফরজ নামায। দুই রাক'য়াত সুন্নাত নামায। অবশ্য ইহার পরে

দুই রাক'য়াত নফল নামায। আদায় করা যায় না, না করিলে গুনাহ হয় না।

বিতরের নামাযের বিবরণ

বিতরের নামায আদায় করা ওয়াজিব। ইহার ওয়াক্ত এশার নামায আদায়ের পর হইতে শুরু করিয়া সুব্‌হে সাদেক পর্যন্ত। তবে এশার নামায আদায় করিবার পরে বিতরের নামায পড়া উচিৎ। আর যাহারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করিয়া থাকে, তাহারা তাহাজ্জুদ নামায আদায় করিবার পরে বিতরের নামায আদায় করিবে। যাহারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পাড়ে না তাহারা এশার পরেই বিতের নামায পড়িয়া নিবে।

আযান

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۔ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۔ حَيَّ

عَلَى الصَّلٰوةِ. حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ.
اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ
اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه.

আযানের দোয়া'

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ
الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ
وَالْفَضِيْلَةَ، وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ
مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ. اِنَّكَ
لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادِ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্ দ'ওয়াতিত্ তাম্মাতি, ওয়াচ্ছালাতিল ক্বায়িমাতি আতি, মুহাম্মাদানিল ওয়াছিলাতা, ওয়াল ফাজিলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ'হ, ওয়াব্আ'ছ্হু মাক্বামাম্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়াআ'দ্তাহ্ ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মীআ'দ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি এই পরিপূর্ণ আহ্বানের ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভূ। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে উসীলা এবং সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মর্যদা দান কর এবং তাঁহাকে ঐ প্রশংসিত স্থান দান কর যাহা তাহার জন্য তুমি ওয়াদাহ করিয়াছ। নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ করা না অঙ্গিকার।

নামায আদায় করিবার বিস্তারিত নিয়ম

নামায আদায় করিবার জন্য ক্বেলবলামুখী দাঁড়াইয়া প্রথমে জায়নামাযের দোয়া পাঠ করিতে হইবে। অতঃপর নামাযের নিয়ত করিতে হইবে অর্থাৎ যেই নামায যত রাক'আত সুন্নাত না ফরজ উহার নিয়ত করিয়া দুই হাতের বৃদ্ধা অঙ্গুলীদ্বয় কর্ণদ্বয়ের লতি পর্যন্ত উঠাইয়া তাকবীরে তাহ্রীমা "আল্লাহু আকবার" বলিয়া নাভীর উপর

প্রথম বাম হাত রাখিয়া ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত ধরিতে হইবে। তারপর চোখের দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখিয়া সানা (সুবহানাকা) পাঠ করতঃ তায়া'উজ ও তাসমিয়া (আউযুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ্) পাঠ করিতে হইবে। তৎপর সূরা ফাতিহা পাঠ করিয়া অন্য একটি সূরা মিলাইয়া পড়িয়া "আল্লাহু আকবার" বলিয়া রুকুতে যাইতে হইবে। রুকুতে যাইয়া রুকুর তাসবীহ (সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আযীম) ৩/৫ বা ৭ বার পড়িয়া 'সামীআল্লাহুলিমান হামিদাহ্" বলিয়া সোজাভাবে দাঁড়াইয়া 'রব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলিতে হইবে। তৎপর "আল্লাহ আকবার" বলিয়া সিজদায় যাইয়া পর পর দুইটি সিজদা দিতে হইবে এবং সিজদার তাসবীহ্ (সুব্‌হানা রব্বিয়াল আ'লা) ৩/৫ বা ৭ বার পড়িতে হইবে। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

এখন এক রাক'আত নামায পুরা হইল। এখন দ্বিতীয় রাকয়াতের জন্য সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করতঃ "আল্লাহু আকবার" বলিয়া রুকুতে যাইয়া রুকুর তাসবীহ পড়িয়া দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় সিজদায় যাইয়া পর পর দুইটি সিজদা দিয়া সিজদার তাসবীহ পড়িয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া বসিয়া যাইবে। তৎপর তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়িবে। যদি দুই রাক'আত নামায হয় তবে দরূদ ও দোয়া মাছুরা পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে।

যদি তিন বা চার রাকয়াত নামায হয় তবে তাশাহুদের পরে দরূদ পাঠ না করিয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া দাঁড়াইয়া হাত বাঁধিয়া ফরজ নামায হইলে শুধু সূরা ফাতিহা এবং সুন্নাত হইলে অন্য একটি সূরা মিলাইয়া পড়িয়া 'আল্লাহ আকবার' বলিয়া যথারীতি রুকু ও সিজদা করিয়া তিন রাক'আত নামায হইলে বসিয়া তাশাহুদ

দরূদ পাঠ করিয়া সালাম ফিরাইবে। আর চার রাকআত বিশিষ্ট নামায হইলে 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া দাঁড়াইয়া হাত বাঁধিয়া ফরজ নামায হইলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়িয়া এবং সুন্নাত নামায হইলে অন্য একটি সূরা মিলাইয়া আল্লাহু আকবার বলিয়া যথানিয়মে রুকু সিজদা করতঃ বসিয়া তাশাহুদ, দরূদ ও দোয়া মাসূরা পড়িয়া সালাম ফিরাইবে। ফজরের ফরজ দুই রাকআতে সূরা কেরায়াত শব্দ করিয়া পড়িতে হইবে এবং যোহর, আছরের শেষ দুই রাক'আত এবং মাগরিবের তৃতীয় রাক'আতে ও এশার শেষ দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা নিঃশব্দে পড়িতে হইবে। জামায়াতের নামায হইলেও ইমামকে সূরা কেরায়াত নিঃশব্দে পড়িতে হইবে। জুময়া'র নামায ও দুই ঈদের নামাযে ইমামকে শব্দ করিয়া সূরা কেরায়াত পাঠ করিতে হইবে। আর

মহিলাদিগকে সকল নামাযে সূরা কেরাত নিঃশব্দে পড়িতে হইবে।

নামাযের ফরজসমূহ

নামাযের বাহিরে ও ভিতরে মোট ১৩টি ফরজ। নামাযের বাহিরে মোট ৭টি ফরজ, ইহাকে নামাযের আহকাম বলা হয় যথা ঃ (১) শরীর পাক হওয়া, (২) পরিধানের কাপড় পাক হওয়া, (৩) নামাজের জায়গা পাক হওয়া, (৪) কেবলামুখী হইয়া নামাজ পড়া (৫) ছতর ঢাকা অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত করিয়া নামায পড়া, (৬) ওয়াক্ত মত নামাজ পড়া এবং (৭) নামাজের নিয়ত করা।

নামাজের বিতরে ৬টি ফরজ। ইহাকে নামাযের আরকান বলা হয়। যথা ঃ (১) তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলা, (২) কেয়াম করা অর্থাৎ দাঁড়াইয়া নামায পড়া, (৩) কেরায়াত পড়া (৪) রুকু করা (৫) সিজদাহ্ করা (৬) শেষ বৈঠকে বসা।

নামাযের সুন্নাতসমূহ

নামাযের ভিতরে মোট ১৪টি সুন্নাত। যথাঃ (১) তাকবীরে তাহরীমার সময় পুরুষের জন্য হস্তদ্বয় কান পর্যন্ত উঠানো এবং মহিলাদের জন্য কাঁধ পর্যন্ত উঠানো, (২) তাকবীরে তাহরীমা বলিয়া পুরুষলোক নাভির উপর এবং স্ত্রীলোক সিনার উপর হাত বাঁধা, (৩) অতঃপর সানা (সুবহানাকা) পাঠ করা, (৪) আ'উজুবিল্লাহ পাঠ করা ও (৫) বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করা, (৬) তিন রাকয়াত ফরজ নামাযের শেষ রাকায়াতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা (৭) নামাযের মধ্যে উঠিতে বসিতে 'আল্লাহু আকবার' বলা, (৮) রুকুর মধ্যে তাসবীহ পাঠ করা. (৯) সিজদার মধ্যেও তাসবীহ পাঠ করা. (১০) রুকু হইতে মস্তক উঠাইবার কালে 'সামীআল্লাহুলিমান হামিদাহ্" বলা. (১১) আত্তাহিয়্যাতুর পরে দরূদ পাঠ করা.

(১৩) সূরা ফাতিহার পরে চুপে চুপে 'আমীন' বলা, (১৪) দরূদের পরে দোয়া মাসূরা পাঠ করা।

নামাযের ধারাবাহিক দোয়া ও তাস্‌বীহসমূহ

জায়নামাযে দাঁড়াইয়া পড়িবার দোয়া ঃ

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্নি ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজহিয়া লিল্লাজী ফাতারাছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানিফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থ ঃ যিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আমি আমার মুখমন্ডল তাঁহার দিকে ফিরাইলাম। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই।

ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ .

উচ্চারণ ঃ ছুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবারা কাছ্‌মুকা ওয়া তা'য়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র সকল প্রশংসা তোমার জন্যই। তোমার নাম মঙ্গলময়। তোমার মহিমা অতি উচ্চ। তুমি ভিন্ন কেহ মা'বুদ নাই।

তায়া'ব্বুজ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

উচ্চারণ ঃ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রজীম।

অর্থ ঃ বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনা হইতে আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

তাস্‌মিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রহীম।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় দাতা-দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি।

রুকুর তাসবীহ্

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ۔

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'যীম।

অর্থ ঃ আমার প্রতিপালক পবিত্র ও মহান।

তাস্‌মী

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ۔

উচ্চারণ ঃ সামিয়া'ল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্।

অর্থ ঃ কেউ আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিলে, তিনি তা শুনেন।

তাহ্‌মীদ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ـ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা লাকাল হামদ্।

অর্থ ঃ আমার প্রতিপালকই পবিত্র তাহার জন্যই প্রশংসা।

সেজদার তাসবীহ্

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ـ

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানা রাব্বিয়াল্ আ'লা।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান।

তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰاةُ وَالطَّيِّبَاتُ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ
وَبَرَكَاتُهٗ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ
اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ - اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্ত্বায়য়্যেবাতু, আচ্ছালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ই'বাদিল্লাহিছ ছালিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু।

অর্থ ঃ সমুদয় মৌখিক, শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক উপাসনা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হউক। আপনার ও আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি তাঁহার শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্যদিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহ মা'বুদ নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাহার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ আ'লা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ্। আল্লাহুম্মা বারিক্ আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্তা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার বংশধরগণের প্রতি সেইরূপ শান্তি বর্ষন কর, যেইরূপ তুমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তার বংশধরের উপর অনুগ্রহ করিয়াছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার বংশধরের প্রতি বরকত দান কর, যেরূপ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তার বংশধরের প্রতি বরকত দান করিয়াছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী।

দোয়া মাসূরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি জুলামতু নাফ্সী

জুলমান কাসীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগ ফিরুজ জুনুবা ইল্লা আন্‌তা ফাগফিরুলী মাগফিরাতাম্‌ মিন্‌ ইন্‌দিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রহীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌! নিশ্চয়ই আমি আমার নফ্‌সের উপর অধিক অত্যাচার করিয়াছি এবং তুমি ছাড়া অন্য কেহ গুনাহ্‌ মাপকারী নেই। অতএব অনুগ্রহপূর্বক তুমি আমার গুনাহ মাফ কর এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি দয়াময় ও পাপ মার্জনাকারী।

সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আছ্‌ছালামু আলাইকুম ওয়া-রাহমাতুল্লাহি।

অর্থ–তোমাদের প্রতি আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হউক।

দোয়া' কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرِ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكَ مَنْ يَّفْجُرُكَ . اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَ نَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَحْفِدُ وَ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা অনাস্তাগফিরুকা ওয়া নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুছানী আলাইকাল খায়ির, ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাই ওয়ানাতরুকু মাইয়াঁফ জুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু

ওয়ালাকা নুছাল্লী, ওয়ানাছজুদু ওয়া ইলাইকা নাছ্আ, ওয়ানাহ্ফিদু ওয়ানারজু রহমাতাকা ওয়া নাখশা আজাবাকা ইন্না আজাবাকা বিল কুফ্ফারি মুলহিক্ব।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাহিতেছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি, তোমার প্রতি নির্ভর করিতেছি, তোমার গুণগান প্রকাশ করিতেছি এবং তোমার কৃতজ্ঞতা বয়ান করিতেছি এবং তোমাকে অস্বীকার করিতেছি না। যে তোমার হুকুমের বিরুদ্ধে চলে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতেছি এবং ত্যাগ করিতেছি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই উপাসনা করিতেছি, তোমার জন্যই নামায আদায় করিতেছি এবং তোমাকেই সিজদা করিতেছি। আমরা তোমাকে ভয় করিতেছি! তোমার সম্মুখে হাযির আছি, তোমার রহমতের আকাংখী এবং তোমার

শাস্তিকে ভয় করিতেছি, আর কাফেরদের প্রতিই তোমার আযাব পতিত হইবে।

মুনাজাত

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ ۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ ۔

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাছানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতি হাছানাতাওঁ ওয়াক্বিনা আযাবান্নার। রব্বা-তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামীউ'ল আ'লীম। ওয়াতুব্ আ'লাইনা ইন্নাকা আন্তাত তাওয়্যাবুর রহীম।

তওবায়ে ইস্তিগফার

উচ্চারণ ঃ আসতাগফিরুল্লা হা রাব্বী মিন্কুল্লি জাম্বিওঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি।

অর্থ ঃ আমি সমস্ত গুনাহ্ হইতে তওবা করিতেছি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

নামাযের পরে তাসবীহসমূহ

নিম্নের তাসবীহ সমূহ নির্দিষ্ট পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে ১০০ বার করিয়া পাঠ করিলে, আল্লাহর রহমতে দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হইবে।

ফজরের নামাযে هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْم

উচ্চারণ ঃ হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম।
অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) জীবিত ও অবিনশ্বর।

জোহেরেরনামাযে - هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْم

উচ্চারণ ঃ হুয়াল আলীয়্যুল আজীম।
অর্থ ঃ তিনিই (আল্লাহ তা'য়ালা) শ্রেষ্ঠতম ও অতি মহান।

আছরের নামাযে هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْم

উচ্চারণ ঃ হুয়ার রাহমানুর রাহীম।
অর্থ– তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) কৃপাময় ও করুণা নিধান।

মাগরিবের নামাযে هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْم

উচ্চারণ ঃ হুয়াল গাফুরুর রাহীম।
অর্থ– তিনিই (আল্লাহ তা'য়ালা) মার্জনাকারী ও করুণা নিধান।

এশার নামাযে هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْر

উচ্চারণ ঃ হুয়াল লাতিফুল খাবির।
অর্থ– তিনিই (আল্লাহ তা'য়ালা) অতিশয় সতর্কশীল।

ইহা ব্যতীত প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে سُبْحَانَ اللّٰه (সুব্‌হানাল্লাহ) ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰه (আলহাম্‌দুলিল্লাহ) ৩৩ বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَر (আল্লাহু আকবার) ৩৪ বার

মোট একশতবার পাঠ করিলে অশেষ নেকী লাভ হইবে এবং রিযিক বৃদ্ধি হইবে ও বরকত পাইবে।

নামাজের নিয়তসমূহ

ফজরের সুন্নাত দুই রাকয়াতের নিয়ত

নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকআতাই সলাতিল ফাজরি ছুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলাজিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ফজরের দুই রাকয়াত ফরজের নিয়ত

নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকয়াতাই সলাতিল ফাজরি ফারদুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

যোহরের চার রাকয়াত সুন্নতের নিয়ত

নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবাআ' রাকআতি ছালাতিজ্জুহ্‌রি ছুন্নাতু

রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

যোহরের ৪ রাকআত ফরজের নিয়ত

নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবাআ' রাক্য়া'তি সলাতিজ্জুহ্রি ফারদুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আক্বার।

যোহরের ২ রাকয়াত সুন্নাতের নিয়ত

নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকয়াতাই সলাতিজ্জুহ্রি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

যোহরের ২ রাকয়াত নফলের নিয়ত

নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সালাতিন্নাফ্লি, মুতাওয়াজ্জিহান

ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

আসরের ৪ রাকয়াত সুন্নাতের নিয়ত

নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তা'আলা আরবাআ' রাকয়াতি সালাতিল আ'সরি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

আসরের ৪ রাকয়াত ফরজের নিয়ত

নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবাআ রাকয়াতি সালাতিল আ'সরি ফারদুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

মাগরীবের ৩ রাকয়াত ফরজের নিয়ত

নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা ছালাছা রাকআ'তি সালাতিল মাগরিবি

ফারদুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

মাগরীবের ২ রাকয়াত সুন্নাতের নিয়ত

নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকয়াতাই সালাতিল মাগরিবি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

মাগরীবের দুই রাকয়াত নফলের নিয়ত

ইহা যোহরের দুই রাকয়াত নফল নামাযের ন্যায় কোন পরিবর্তন নাই।

এশার চার রাকয়াত সুন্নাতের নিয়ত

নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবাআ' রাকয়া'তি সালাতিল ইশায়ে সুন্নাতু রাসূলুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

এশার চার রাকয়াত ফরজের নিয়ত

নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবাআ' রাকয়াতি ছালাতিল ইশায়ে ফারদুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

এশার দুই রাকয়াত সুন্নাতের নিয়ত

নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকআ'তাই সালাতিল এশায়ে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

এশার দুই রাকয়াত নফলের নিয়ত

এশার দুই রাকয়াত নফল নামাযের নিয়ত যোহরের দুই রাকয়া'ত নফলের মতই, কোন পরিবর্তন নাই।

বিতিরের নামাজের নিয়ত

নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা ছালাছা রাকআ'তি সালাতিল বিতরি ওয়াজিবুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

নামাজের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি সূরা

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ ۔ اٰمِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন। আর-রহমানির রহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাছ্তাঈ'ন। ইহ্দিনাছ সিরাত্বল মুছতাক্বীম, সিরাত্বল্লাজীনা আন্ আ'মতা আলাইহিম। গা'ইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দ্বা-ল্লীন। আমীন।

সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۔ مَلِكِ النَّاسِ ۔ اِلٰهِ النَّاسِ ۔ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۔ اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۔

উচ্চারণ ঃ কুল আউ'যু বিরাব্বিন্নাস। মালিকিন্নাস। ইলাহিন্নাস। মিন শাররিল্ ওয়াস্ ওয়াসিল খান্নাছ। আল্লাজী ইউওয়াস্ বিসু ফী ছুদূরিন্নাস্। মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

সূরা ফালাক্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۔ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۔
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۔ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ
فِى الْعُقَدِ ۔ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۔

উচ্চারণ ঃ কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্। মিন শাররিমা খালাক্। ওয়া মিন্ শাররি গাসিক্বীন ইযা ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শারবিন্নাফ্ ফাসাতি ফিল উ'ক্বাদ। ওয়া মিন শার্‌রি হাসিদিন্ ইযা হাসাদ।

সূরা ইখলাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُوْلَدْ ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۔

উচ্চারণ ঃ কুল হুআল্লাহু আহাদ। আল্লাহুছ্ ছামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহূ কুফূওয়ান আহাদ্।

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۔ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۔ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۔ وَامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۔ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۔

উচ্চারণ ঃ ত্বাব্বাত ইয়াদা-আবী-লাহাবিউ ওয়া তাব্বা। মা আগ্না-আ'নহু মালুহু-ওয়ামা কাসাব। ছাইয়াছ্লা নারান্জাতা লাহাবিঁউ ওয়ামরাআতুহ্, হাম্মা লাতাল হাত্বাব। ফী-জী-দিহা-হাবলুম্ মিম্ মাসাদ।

সূরা নসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۔ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۔ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۔

উচ্চারণ ঃ ইজা-জা- আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু, ওয়ারা আইতান্নাছা ইয়াদখুলূনা ফীদীনিল্লাহি আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা ওয়াছ তাগ্ফির্হু। ইন্নাহু কানা তাওয়্যাবা।

সূরা কাফিরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۔ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۔ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۔

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۔ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۔

উচ্চারণ ঃ কুল ইয়া-আইয়্যুহাল কাফিরূন, লা-আ'বুদু মা তা'বুদুন। ওয়ালা আনতুম আ'বিদূনা মা-আ'বুদ। ওয়া লা-আনা আ'বিদুম্ মা-আ'বাত্তুম। ওয়া-লা-আনতুম আ'বিদূনা মা-আ'বুদ। লাকুম দীনুকুম অলিয়া দ্বীন।

সূরা কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۔

উচ্চারণ ঃ ইন্না আ'ত্বাইনা কাল কাওছার। ফাছাল্লি লি রব্বিকা ওয়ান-হার। ইন্না শানিয়াকা হুওয়াল আবতার।

সূরা মাউ'ন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۔ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۔ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۔ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ আরায়াইতাল্লাযী ইয়ুকায্যিবু বিদ্দীন, ফাযালি কাল্লাযী ইয়াদু'উল্ ইয়াতীম, ওয়ালা ইয়াহ্দ্দু আ'লা ত্বোয়ামিল্ মিস্কীন, ফাওয়াইলুল্লিল্ মুছাল্লীন। আল্লাযীনা হুম্ আনছালাতিহিম্ সাহূন। আল্লাযীনা হুম্ ইয়ুরাউনা ওয়া ইয়ামনাউ'নাল্ মাউ'ন।

সূরা কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۔ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۔

উচ্চারণ ঃ লিঈলাফি কুরাইশিন, ঈলাফিহিম রিহ্‌লাতাশ্‌ শিতায়ি ওয়াছ্‌ ছাইফ। ফাল ইয়া'বুদু রাব্বা হাজাল বাইতিল্লাজী আত্বআ'মাহুম মিং যূ-য়ি'ওঁ ওয়া আমানামাহুম মিন্‌ খাউফ।

সূরা ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۔ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ وَّاَرْسَلَ

عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ - تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُوْلٍ -

উচ্চারণ ঃ আলাম তারা কাইফা ফাআ'লা রব্বুকা বিআছ্হাবিল ফীল। আলাম ইয়াজআ'ল কাইদাহুম ফী-তাদলীল। ওয়া আরসালা আলাইহিম ত্বাইরান্ আবাবীল। তারমীহিম বিহিজারাতিম্ মিন্ ছিজ্জীল। ফাজাআ'লাহুম কায়া'ছফিম্ মা'কূল।

সূরা আ'ছর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ - اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ - وَتَوَاصَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَاصَوْبِ الصَّبْرِ -

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্ আ'ছরি; ইন্নাল্ ইন্সানা লাফী খুস্রিন। ইল্লাল্লাযীনা আমানূ ওয়া

তা মিলুছ্ ছ্বালিহাতি ওয়া তাওয়া ছাওবিল হ... ওয়া তাওয়া ছাওবিছ্ ছব্‌রি।

সূরা ক্বদর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ . سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ .

উচ্চারণ ঃ ইন্না আনযাল্‌নহু ফী লাইলাতিল ক্বাদ্‌রি, ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল ক্বাদরি, লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম মিন্ আলফি শাহ্‌র। তানাঝ্ ঝালুল মালাইকাতু ওয়াররূহু ফীহা বিইজনি রব্বিহিম মিন্ কুল্লি

আমরিন, সালাম। হিয়া হাত্তা মাত্বলাইল ফাজ্‌রি।

জুমু'আর নামাযের হুকুম

মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে সূরা জুমু'আয় বলেন– তোমরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ, শোন! জুমুআ'র দিবসে যখন আযান দেওয়া হয়, তখনই তোমারা আল্লাহ তাআ'লাকে স্মরণ করিবার জন্য তৎপর হও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। ইহাই তোমাদের জন্য মঙ্গল জনক, অবশ্য যদি তোমরা বুঝিতে সক্ষম হও।

এই আয়াতের দ্বারা মুসলমানগণের প্রতি জুমু'আর নামায আদায় করা ফরজ হইয়াছে। অতএব প্রত্যেক বালেগ জ্ঞানবান পুরুষের জন্য জুমু'আর নামায আদায় করা ফরজ।

জুমু'আর নামাযের নিয়তসমূহ

তাহিয়্যাতুল অজু দুই রাকয়াতের নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাই ছলাতিত্ তাহিয়্যাতুল অজুয়ি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

দুই রাক'আত দুখুলুল মাসজিদের নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকআ'তাই ছা'লাতিদ্ দুখুলিল মাসজিদি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

চার রাক'আত ক্বাবলাল জুমুয়ার নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা আরবায়া' রাকয়া'তি ছালাতি ক্বাবলাল জুমুআ'তি, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি

তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

জুমুআ'র ফরজ দুই রাক'আত নামাযের নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন ওছক্বীতা আন জিম্মাতি ফারদুজ্ জুহরি বিআদায়ি রাক'আতাই ছ'লাতলি জুমুআ'তি ফারদুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি, আল্লাহ আকবার।

চার রাক্আ'ত বা'দার জুমুয়ার নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুআন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া' রাকআ'তি ছালাতি বা'দাল জুমুআ'তি, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

আখিরিজ্জোহর চার রাকয়াতের নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া' রাকয়াতি ছালাতি

আকিরিজ্জুহ্‌রি সুন্নাতু রাসূলিল্লহি তা'আলা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

সুন্নাতুল ওয়াক্ত দুই রাকয়াতের নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওআইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাই ছালাতিল ওয়াক্‌তি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

সোহ্ সিজদা দিবার নিয়ম

নামাযের ভিতরে শেষ বৈঠকে শুধুমাত্র 'তাশাহুদ' (আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ করিয়া ডান দিকে সালাম ফিরাইয়া দুইটি সিজদা করিতে হয় এবং প্রত্যেক সিজদায় তিনবার করিয়া তাসবীহ পাঠ করিতে হয়। অতঃপর বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দোয়া মাসুরা পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিতে হয়।

তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকয়া'তাই ছলাতিত্ তাহাজ্জুদি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

সালাতুত তাস্বীহ্ এর বিবরণ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে ফরমাইয়াছেন ঃ হে চাচাজান! আমি কি আপনাকে এমন নামাযের কথা বলিব না, যে নামায আদায় করিলে সমস্ত গুনাহ্ মাফ হইয়া যায়। চাচাজান আপনি এই নামায এই নিয়মে চার রাকয়া'ত আদায় করিবেন। উহার প্রথম রাকয়া'তে সানা 'সুবহানাকা' পাঠ করিবার পরে নিম্নে দোয়াটি ১৫ বার পাঠ করিবেন। অতঃপর রুকুর পূর্বে ১০ বার, রুকুর তাসবীর পরে ১০ বার, রুকু হইতে দাঁড়াইয়া ১০ বার,

দুই সেজদার মাঝে বসা অবস্থায় ১০ বার, এবং দ্বিতীয় সেজদার তাসবীহ শেষ করে বসা অবস্থায় ১০ বার এইভাবে এক রাকয়া'তে মোট ৩০০ বার তাসবীহ পাঠ করিতে হইবে। হে চাচাজান! সম্ভব হইলে এই নামায প্রত্যহ একবার আদায় করিবেন, ইহা সম্ভব না হইলে সপ্তাহে শুক্রবার দিনে একবার, ইহা সম্ভব না হইলে প্রতি মাসে একবার, ইহা সম্ভব না হইলে জীবনে একবার আদায় করিবেন। (বায়হাকী, ইবনে মাযা ও আবু দাউদ)

দোয়াটি এই–

উচ্চারণ ঃ সুব্হানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

সালাতুত্ তাসবীহ্ এর নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আ'লা আরবাআ' রাক্আ'তি ছলাতিত্

তাস্‌বীহি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্‌ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি কেবলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে চার রাক্‌আ'ত তাসবীহের নামায আদায়ের নিয়ত করিলাম, আল্লাহ আকবার।

মুসাফির ব্যক্তির নামাযের বিবরণ

যদি কোন ব্যক্তি সফরের নিয়তে নিজ বাড়ী হইতে তিন দিন তিন রাত্রির পথ অর্থাৎ ৪৮ মাইল দূরত্বের বা উহার বেশী পথ যাইবার জন্য রওনা করিয়া নিজ এলাকা অতিক্রম করিবার পর হইতে সে মুসাফির বলিয়া গণ্য হইবে।

সফরে বাহির হইবার পর মুসাফির ব্যক্তিকে চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরজ নামায কসর করিয়া দুই রাক'আত আদায় করিতে

হইবে। যেহেতু ইহা আল্লাহ হুকুম। অতএব মুসাফিরী অবস্থায় চার রাক'আত ফরজ নামাযে দুই রাক'আত কসর করা ফরজ। মুসাফির ব্যক্তি চার রাক'আত নামায আদায় করিলে তাহার নামায আদায় হইবে না। তবে মুসাফির ব্যক্তি মুকীম ইমামের পিছনে মুক্তাদী হইয়া চার রাক'আত নামায আদায় করিলে ইহা জায়েয হইবে। আর মুসাফির ব্যক্তি ইমাম হইলে, মুকীম ব্যক্তি মুক্তাদী হইলে, ইমামের সালাম ফিরাইবার পরে সে আল্লাহু আকবার বলিয়া দাঁড়াইয়া সূরা কেরায়াত পাঠ না করিয়া বাকী দুই রাকয়াত নামায কিছু সময় দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুকু সিজদা করতঃ বৈঠকে বসিয়া যথারীতি সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে।

যানবাহনে নামায আদায়ের বিবরণ

নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ, রেলগাড়ী, বিমান ইত্যাদি যানবাহনে ভ্রমণকালে দাঁড়াইয়া

নামায আদায় করিতে হইবে। তবে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিতে অসুবিধা হইলে তখন বসিয়া নামায আদায় করা জায়েয হইবে। আর ছোট ছোট যান বাহনে বসিয়া নামায পড়া দুরস্ত আছে। যদি যানবাহন কোথাও থামানো বা ভিড়ানো অবস্থায় থাকে। তখন অবশ্যই দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিতে হইবে আর সম্ভব হইলে তখন যানবাহন হইতে অবতরণ করতঃ নামায আদায় করিতে হইবে।

চলমান অবস্থায় অথবা থামানো অবস্থায় অবশ্যই ক্বেবলামুখী হইয়া নামায আদায় করিতে হইবে। নামাযের হালতে যানবাহন চলাকালে ক্বেবলা ঘুরিয়া গেলে নামাযীকেও ক্বেবলার দিকে ঘুরিতে হইবে। আর যদি নামাযীকে ঘুরিতে সম্ভবপর না হয় তখন এ হালতে নামায শেষ করিবে।

মাজুরের নামাযের বিবরণ

ইসলামী শরীয়াতের বিধান এই যে, কোন মুসলমান ঈমানদার ব্যক্তি যে কোন ওজর বা রোগের কারণে ওয়াক্তিয়া নামায কাযা করিতে পারিবে না। তবে কেহ যদি রোগ-ব্যাধির কারণে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম হয়, তবে যখন সেই ব্যক্তি নামায আদায়ের শক্তি লাভ করিবে ও কারণ দূর হইবে তখন সে তাহার কাযা নামায আদায় করিবে।

কাযা নামাযের বিবরণ

ভূল বশতঃ কিংবা অন্য কোন বিশেষ কারণে কোন ওয়াক্তের নামায ফৌত হইয়া গেলে অর্থাৎ ছুটিয়া গেলে, এই নামায পরবর্তীতে আদায় করাকে কাযা নামায বলা হয়। ইসলামী শরীয়াতে বিধান রহিয়াছে কাহারো ফরজ কিংবা ওয়াজিব নামায তরক হইলে, উহার কাযা আদায় করিতেই

হইবে। কিন্তু সুন্নাত নামাযের কাযা আদায় করিবার বিধান নাই। তবে ফজরের নামায কাযা হইলে উহা ঐ দিন যোহরের পূর্বে কাযা আদায় করিলে সুন্নাতসহ আদায় করার নিয়ম আছে।

কাযা নামাযের নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ আক্বদ্বিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্আ'তাই সালাতিল ফাজরিল ফায়িতাতি ফারদ্বুল্লাহি তা'আলা, মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

মাজুর ব্যক্তি যেই প্রকারে নামায আদায় করিতে সমর্থ হইবে সেই ভাবেই নামায আদায় করিবে। যেমন ঃ রোগ-ব্যধির কারণে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিতে অসমর্থ হইল বসিয়া আদায় করিবে; বসিয়া আদায় করিতে অক্ষম হইলে শুইয়া আদায়

করিতে হইবে। শুইয়া নামায আদায়ের নিয়ম এই যে, চিতভাবে শুইয়া পূর্ব দিকে মস্তক রাখিয়া পশ্চিম দিকে পা বিছাইয়া ইশারায় নামায আদায় করিতে হইবে। ইহাতেও অসমর্থ হইলে কাত হইয়া মুখমণ্ডল কেবলা মুখী রাখিয়া নামায আদায় করিতে হইবে। যদি কোন লোক শুধু সিজদা করিতে অক্ষম হয় তখন সম্মুখে বালিশ রাখিয়া উহার উপর সিজদা করিবে। মাজুর ব্যক্তি যেই প্রকার সক্ষম হইবে সেইভাবে নামায আদায় করিবে।

শাবান মাসে পড়িবার দোয়া

জলীলুল ক্বদর সাহাবী হযরত সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন– রজব মাস প্রাপ্ত হইলে তোমরা এই মাসে বেশী পরিমাণে নফল ইবাদত করিও। হযরত রাসূলে

করীম (সঃ) নিম্নের দোয়াটি অনেকবার পাঠ করিতেন। দোয়া'টি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا اِلٰى شَهْرِ رَمَضَانَ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী রজাবা ওয়া শা'বানা ওয়া বাল্লিগ্না ইলা শাহ্রি রমাদ্বান।

শবে বরাত নামাযের বিবরণ ও নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْبَرَاَتِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লহি তা'আলা রাকয়া'তাই ছলাতি লাইলাতিল বরয়াতিন্ নাফ্লি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বতিশ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

বাংলায় নিয়ত ঃ আমি কেবলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে শবে বরাতের দুই রাকয়া'ত নফল নামায আদায় করিবার নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

শবে বরাতের রাত্রিতে দুই রাকয়া'তের নিয়তে যত বেশী সম্ভব নামায আদায় করিবে। এই নামাযের প্রতি রাকয়া'তের সূরা ফাতিহার পরে সূরা ইখলাছ ৩ বার, ১০ বার, ২১ বার, ২৭ বার, ৩৩ বার কিংবা ৫০ বার পর্যন্ত পড়া যায়। তবে কম সূরা পড়িয়া বেশী নামায আদায় করিবার চেষ্টা করিবে। এই পবিত্র রজনীতে নামায ব্যতীত অন্যান্য ইবাদত করিলেও অধিক সওয়াব পাওয়া যাইবে। যেমন ঃ কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, তসবীহ্-তাহ্লীল যিকির আযকার, দোয়া ও দরূদ শরীফ, তওবায়ে ইস্তেগ্ফার ইত্যাদি পাঠ করা। ইহা ব্যতীত গরীবদিগকে দান খয়রাত করা,

হালুয়া ও মিষ্টান্ন বিতরণ করায় অনেক সওয়াব পাওয়া যাইবে। সমস্ত রাত্র ব্যাপি ইবাদত বন্দেগীতে কাটাইয়া ফজরের নামাজ আদায় করতঃ নিদ্রা যাওয়া উচিৎ। অত্র নফল ইবাদত করতঃ যাহাতে ফজরের নামায কাজা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখিতে হইবে।

শবে বরাত উপলক্ষে বেদয়াতী রুসমরে-ওয়াজ পরিহার করিতে হইবে। যেমন পটকা ফুটানো, আঁতশবাজি করা, বেহুদা কবর স্থানে মোমবাতি জ্বালানো ইত্যাদি বর্জন করা কতৃব্য। ইহাতে সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হইবে। খবরদার এই সমস্ত বেদয়াতী কার্যাদী হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

রমজান মাসের ইবাদতের বিবরণ

আল্লাহ তা'য়ালা পুরা রমজান মাসব্যাপী মুসলমানদের প্রতি রোজা রাখা ফরজ

করিয়া দিয়েছেন। এই রোজা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ইয়া-আইয়্যুহাল্লাযী-না আ-মানু কুতিবা আ'লাইকুমুছ ছিয়া-মু কামা-কুতিবা আ'লাল্লাযী-না মিন্ ক্বব্লিকুম্ লাআ'ল্লাকুম তাত্তাকু-ন।

অর্থ ঃ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হইয়াছে, যেমন উহা তোমাদের পূর্ববর্তীগনের উপরও ফরজ করা হইয়াছিল। যাহাতে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।

এই রোজার মধ্যে দুইটি ফরজ আদায় হইয়া থাকে একটি আল্লাহর হুকুম ফরজ

রোজা রাখা এবং দ্বিতীয়টি রোজার নিয়ত করা। অতএব প্রত্যেক আকেল বালেগ সুস্থ মুমিনবান্দাকে রোজা রাখিবার জন্য সচেতন থাকিতে হইবে।

রোজার প্রকারভেদ

রোজা চার প্রকার। যথা ঃ (১) ফরজ রোজা, (২) ওয়াজিব রোজা, (৩) নফল রোজা ও (৪) মাকরূহ রোজা।

১. ফরজ রোজা ঃ রমজান মাসের রোজা এবং উহার কাজা ও কাফ্ফারার রোজা। যে ব্যক্তি এই রোজাকে অস্বীকার করিবে, সে কাফের হইবে।

২. ওয়াজিব রোজা ঃ নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট মান্নতের রোজা।

৩. নফল রোজা ঃ উপরোক্ত রোজা ব্যতীত অন্যান্য রোজা, যথা ঃ শাওয়াল মাসের ৬ রোজা, আইয়্যামে বিজের রোজা। প্রতি মাসের ১৩/১৪/ ও ১৫ তারিখের রোজা, জিলহজ্জ মাসের প্রথম ৯

দিনের রোজা, মহররম মাসের আশুরার রোজা। শবে বরাতের রোজা, প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোজা ইত্যাদি।

৪. মাকরূহ রোজা ঃ দুই ঈদের দিনে রোজা রাখা এবং কুরবানী ঈদের পরের তিন দিন রোজা রাখা হারাম।

রোজার নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضَاللّٰكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আছুমা গাদাম মিন্ শাহরি রমাজানাল্ সুবারাকি ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আন্তাছ সামিউল আলীম।

ইফতারির ফযীলত

সারাদিন রোজা রাখিবার পরে সূর্যাস্তের

সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা অনেক সওয়াবের বিষয়। ইফতার দ্বারা যেভাবে সমস্ত দিবসের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরীভূত হইয়া যায়। তদ্রূপ অসংখ্য সওয়াব লাভ হইয়া থাকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ কোন ব্যক্তি যদি রমজানে কোন রোজাদার ব্যক্তিকে ইফতার করায়, তবে তাহার সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়। আর সেই ব্যক্তি জাহান্নামের অগ্নি হইতে আল্লাহর রহমতে নাজাত পাইবে।

ইফতারের দোয়া

اَللّٰهُمَّ صُمْتُ لَكَ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰى رِزْقِكَ وَاَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছুমতু লাকা ওয়া তাওয়াক্কালতু আলা রিজকিকা ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রা-হিমীন

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রাখিয়াছি এবং তোমার দেওয়া রুজীর উপর ভরসা করিয়াছি এবং তোমার রহমতের উপর ইফতার করিতেছি। হে সর্বোচ্চ দয়ালু ও দয়াময়।

তারাবীহ্ নামাযের বিবরণ

রমজান মাসে এশার নামাযের পরে বিতের নামাযের পূর্বে বিশ রাকয়া'ত তারাবীর নামায একাকী অথবা জামায়া'তের সহিত আদায় করিতে হয়। এই নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ইহা দুই দুই বা চার রাকয়া'তের নিয়তে আদায় করিতে হয়।

তারাবীহ্ নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ
صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকাতাই ছালাতিত তারাবিহ সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়ত ঃ আমি ক্বেবলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকয়া'ত তারাবীহর সুন্নাত নামায আদায় করিবার নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

জামায়াতের সহিত আদায় করিলে ঃ "এই ইমামের পিছনে একতেদা করিলাম" বলিতে হইবে। দুই দুই রাকায়াতের পরে যে কোন একটি দরূদ শরীফ পড়িতে হয়। আর চার রাকায়া'তের পরে দোয়া পড়িতে হয়।

তারাবীহ্ নামাজের দোয়া

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ
ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ

وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ
الْحَيِّ الَّذِيْ لَايَنَامُ وَلَايَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا
سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

উচ্চারণ ঃ সুব্হানা যিল্ মুলকি ওয়াল্ মালাকুতি সুব্হানা যিল ইজ্জাতি ওয়াল আজমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল ক্বুদরাতি ওয়াল কিবিরিয়াই ওয়াল জাবারুতি সুব্হানাল মালিকিল হাইয়্যিল্লাযী লা ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামুতু আবাদান আবাদান সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়ারাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার্রূহ।

তারাবীহ্ নামাজের মোনাজাত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ
النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ
يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَاسَتَّارُ

يَارَحِيْمُ يَاجَبَّارُ يَاخَالِقُ يَابَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَامُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَامُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্আলুকাল্ জান্নাতা ওয়া নাউজুবিকা মিনান্নারি ইয়া খালিকাল জান্নাতা ওয়ান্নারি বিরাহমাতিকা ইয়া আ'যীযু, ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া কারীমু ইয়া ছাত্তারু ইয়া রহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালিকু, ইয়া বার্রু। আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন।

শবে ক্বদরের ফযীলত ও নামাযের বিবরণ

পবিত্র রমজান মাসের মধ্যে সর্বোত্তম একটি রাত্র রহিয়াছে বিধায় এই মাসের ফযীলত অনেক বেশী। কিন্তু এই দিন কোন তারিখে ইহা নিয়া মতভেদ রহিয়াছে। তবে অধিকাংশ মুহাক্কিক ওলামা ও

ইমামগণের ধারণা এই যে, রমজান মাসের ২৭ তারিখের রাত্রিটিই ক্বদরের রাত্রি। এই ক্বদরের রাত্রি সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পাক কালামে মজীদে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করিয়াছেন, যাহার নাম সূরা ক্বদর।

শবে ক্বদরের নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ اللَّيْلَةِ الْقَدْرِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকাতাই ছালাতিল লাইলাতিল কাদরি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়ত ঃ আমি ক্বেবলামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকয়া'ত ক্বদরের নফল নামায আদায় করিতেছি, আল্লাহু আকবার।

ইতেকাফের বিবরণ

রমজান মাসের শেষ দশদিনে ইতেকাফে বসা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। ইতেকাফ তিন প্রকার। যথা ঃ (১) ওয়াজিব ইতেকাফ, (২) সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ ইতেকাফ এবং (৩) মুস্তাহাব ইতেকাফ।

ওয়াজিব ইতেকাফ হইতেছে, যদি কোন ব্যক্তি ইতেকাফে বসিবার জন্য মান্নত করিলে, ইহা আদায় করা মান্নতকারীর উপর ওয়াজিব হইয়া যায়।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ ইতেকাফ হইতেছে, ইবাদতের নিয়তে নির্জন স্থানে মসজিদের মধ্যে রমজানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসা।

আর এই প্রকার ইতেকাফ ব্যতীত (রমজান মাসের শেষ দশ দিন বাদে) বৎসরের অন্য যে কোন সময় ইতেকাফে বসাকে মুস্তাহাব (নফল) ইতেকাফ বলা হয়। ইতেকাফের

জন্য তিনটি বিষয়ের দরকার হয়, প্রথম- মসজিদ হইতে হইবে, দ্বিতীয়- ইতেকাফের নিয়ত করিতে হইবে, তৃতীয়- জানাবাত ও হায়েজ নেফাস হইতে পাক হইতে হইবে।

যে সমস্ত কারণে রোজা ভঙ্গ হয়

(১) ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করিলে, (২) রাত্রি আছে সন্দেহ করিয়া সুবহে সাদেকের পরে ছেহ্‌রী খাইলে, (৩) সন্ধ্যা হইয়াছে ধারণা করতঃ সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করিলে, (৪) রোজাবস্থায় সিঙ্গা লাগাইয়া রোজা ভঙ্গ হইয়াছে ধারণা করতঃ পানাহার করিলে, (৫) বুট বা ডাল পরিমাণ কোন বস্তু দাঁতের মধ্য হইতে বাহির করতঃ গিলিয়া ফেলিলে, (৬) সরিষা পরিমাণ কোন বস্তু সেচ্ছায় গিলিয়া ফেলিলে, (৭) কুলি করিবার সময় হঠাৎ পানি গলার ভিতরে গেলে, (৮) নাকের ও কানের মধ্যে পানি গেলে এবং

মস্তকে ঔষধ ব্যবহার করিলে এবং উহা উদরে প্রবেশ করিলে, (১) রমজান মাসব্যাপি একবারও রোজার নিয়ত না করিলে, (১১) মলদ্বার কিংবা প্রস্রাবের রাস্তায় পিচকারী করিলে, (১২) ঘুমের মধ্যে কেহ কোন বস্তু খাওয়াইলে এবং ইহাতে রোজা ভঙ্গ হইয়াছে ধারণায় পানাহার করিলে, (১৩) নিদ্রিতাবস্থায় সহবাসে বীর্য বাহির হইলে, (১৪) বেহুশ অবস্থায় কেহ সহবাস করিলে, (১৫) খাহেশের সহিত স্ত্রীকে চুম্বন করিলে। এই সমস্ত কারণে একটি রোজার পরিবর্তে একটি রোজা রাখিতে হইবে। অর্থাৎ ক্বাজা আদায় করিতে হইবে। (আলমগীরী ও দোররুল মুখতার)

যে সব কারণে রোজার ক্বাজা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হয়

(১) ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করিলে বা করাইয়া লইলে, (২) সিঙ্গা লাগাইয়া রোজা

ভঙ্গ হইয়াছে ধরাণা করতঃ সেচ্ছায় পানাহার করিলে, (৩) সেচ্ছায় বীর্য বাহির করিলে, (৪) সুস্থ অবস্থায় ইচ্ছাপূর্বক রোজা না রাখিলে।

ছয় রোজার ফযীলত

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ননা করিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স) ফরমাইয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখিবে, আল্লাহ তায়া'লা তাহাকে শাস্তির শৃংখল এবং কঠোর জিরের আবেষ্টনী হইতে নাজাত দিবেন।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলূল্লাহ (স) এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি শাওয়াল মাসের ৬টি রোজা রাখিবে, তাহার আমলনামায় প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে সহস্র রোজার সওয়াব লিখা হইবে। অন্য আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স) ফরমাইয়াছেন

যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করিবে সে ব্যক্তি শহীদানের মর্যাদায় ভূষিত হইবে।

বৎসরে পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম

ঈদুল ফিতরের দিন, কোরবানীর দিন ও তাহার পরের তিন দিন।

ঈদুল ফিতরের নামাযের বিবরণ

ঈদুল ফিতরের দিন সকালবেলা অযু গোসল করতঃ পাক পবিত্র হইয়া নতুন বা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতঃ নিজেরা মিষ্টান্ন খাইয়া এবং অপরকে খাওয়াইয়া অবসর হইয়া নিম্নের তাকবীরে তাশরীক পাঠ করিতে করিতে ঈদগাহে যাইবে। অতঃপর নামায শেষে খুশির মিলন ভাইয়ে ভাইয়ে বুকে বুক মিলাইয়া মোয়া'নাকা করতঃ একে অপরকে ক্ষমা করতঃ তাকবীর পাঠ করিতে করিতে অন্য পথ দিয়া গৃহে গমন করিবে।

তাকবীর

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

ঈদুল ফিতর নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই ছালাতিল ঈদুল ফিতরি

মাআ ছিত্তাতি তাক্‌বীরাতিও ওয়াজু বিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার। ওয়াজিবুল্লাহি তাআ'লা, ইক্বতাদাইতু বিহাযাল্ ইমামি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি, আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়ত ঃ আমি কেব্‌লামুখী হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঈদুল ফিতরের দুই রাকয়া'ত ওয়াজিব নামায ছয় তাকবীরের সহিত এই ইমামের পিছনে আদায় করিতেছি, আল্লাহু আকবার।

ঈদুল আজহা নামাজের বিবরণ ও নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْاَضْحٰى مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকয়া'তাই ছালাতি ঈদুল আদ্বহা মায়া' ছিত্তাতি তাকবীরাতি ওয়াজুবিল্লাহি তা'আলা, ইক্বতাদাইতু বিহাজাল ইমামি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

নিয়ত বাঁধিয়া সুব্হানাকা পড়িবার পরে ইমাম সাহেব অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলিবেন, মুক্তাদীগণও ইমামের সহিত হস্তদ্বয় কান পর্যন্ত উঠাইয়া তাকবীর বলিবে। অতঃপর ইমাম সাহেব সূরা কেরায়াত পড়িয়া যথারীতি রুকু সিজদা করতঃ প্রথম রাকয়া'ত শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া সূরা কেরাত শেষ করতঃ পুনঃ তিনটি তাকবীর বলিবেন, মুক্তাদীগণও সঙ্গে সঙ্গে হস্তদ্বয় তুলিয়া তিন তাকবীর বলিবে। ইমাম সাহেব চতুর্থ তাকবীর বলিয়া রুকুতে যাইবে। রুকুর পরে সিজদা

করতঃ বৈঠকে বসিয়া, তাশাহুদ, দরূদ ও দোয়ামাসুরা পড়িয়া নামায শেষ করিয়া দুইটি খুৎবা পাঠ করিবেন। অতঃপর সমাগত মুসল্লীদেরকে নিয়া মুনাজাত করিবেন। তারপর মুসল্লীরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করতঃ নিজ নিজ কুরবানী করিবেন।

ঈদের নামায পড়ার নিয়ম

ঈদের নামাযের নিয়তের পর ঃ

প্রথম রাকআতে – তাকবীরে তাহরীমা পড়ে যথারীতি হাত বাঁধবে এবং 'সম্পূর্ণ ছানা' (সুবহানাকা) পড়বে। (ছানার পর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ না পড়ে–

- কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহ আকবার' বলে হাত ছেড়ে দিবে। তিনবার 'সুবহানাল্লাহ' পড়া যায়, এই পরিমাণ সময় দেরী করে।
- পূর্বের মত কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে

দিবে এবং তিনবার সুবহানাল্লাহ পরিমাণ সময় দেরী করবে।

✪ আবার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। কিন্তু এবার কান থেকে হাত নামিয়ে ছেড়ে দিবে না, বরং বেঁধে নিবে। (এখানে অতিরিক্ত তিন তাকবীর হয়ে গেল)

এভাবে হাত বাঁধার পর মুকতাদীগণ আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ না পড়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকবেন। আর ইমাম ছাহেব আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা কেরাআত পড়ে যথারীতি প্রথম রাকআত শেষ করবেন।

দ্বিতীয় রাকআত– যথারীতি সূরা ফাতেহা ও কেরাআত শেষ করার পর, রুকুতে না যেয়েঃ

◗ কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহ আকবার' বলে হাত ছেড়ে দিবে। তিনবার

'সুবহানাল্লাহ' পড়া যায়, এই পরিমাণ সময় দেরী করে।

◗ পূর্বের মত কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দিবে এবং তিনবার সুবহানাল্লাহ পরিমাণ সময় দেরী করে।

◗ আবার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দিবে। (এখানে অতিরিক্ত আরও তিন তাকবীর হয়ে মোট অতিরিক্ত ছয় তকবীর হল) অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে এবং যথারীতি দ্বিতীয় রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

কুরবানীর নিয়ত ও দোয়া

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَاِلَيْكَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ
وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .
لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ

الْمُسْلِمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ . بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মিন্‌কা ওয়া ইলাইকা ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ'য়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। লা-শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়্যালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্ ফুলানিবনি ফুলানিন্। বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

সূরা ইয়া–সীন

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উচ্চারণ ঃ ১। ইয়া-সীন ২। ওয়াল ক্বুরআনিল হাকীম ৩। ইন্নাকা লামিনাল মুরসালীন ৪। 'আলা সিরাত্বিম মুস্তাকীম ৫। তানযীলাল 'আযীযির রাহীম ৬। লিতুন্‌যিরা ক্বাওমাম্ মা উন্‌যিরা আবা-উহুম

ফাহুম গাফিলূন ৭। লাক্বাদ হাক্বাল ক্বাওলু 'আলা আকসারিহিম ফাহুম লা ইউ'মিনূন ৮। ইন্না জা'আল্না ফী আ'নাক্বিহিম আগলালান্ ফাহিয়া ইলাল আযক্বানি ফাহুম মুক্বমাহূন ৯। ওয়া জা'আল্না মিম্বাইনি আইদীহিম সাদ্দাও ওয়া মিন্ খাল্ফিহিম সাদ্দান ফাআগ্শাইনাহুম ফাহুম্ লা ইয়ূবছিরূন ১০। ওয়া সাওয়াউন্ 'আলাইহিম আ-আন্যারতাহুম আম লাম তুনযিরহুম লা-ইয়ু'মিনূন ১১। ইন্নামা তুন্যিরু মানিত্তাবা'আয্যিকরা ওয়া খাশিয়ার রাহ'মানা বিলগাইবি, ফাবাশ্শিরহু বিমাগ্ফিরাতিওঁ ওয়া আজরিন্ কারীম ১২। ইন্না নাহ'নু নুহ্'য়িল মাওতা ওয়া নাকতুবু মা ক্বাদ্দামূ ওয়া আ-সারাহুম, ওয়া কুল্লা শাইইন আহ্সায়নাহু ফী ইমামিম্ মুবীন ১৩। ওয়াদ্রিব লাহুম মাছালান্ আসহাবাল ক্বারইয়াহ্, ইযজা'-আহাল মুরসালূন ১৪।

ইয্ আরসালনা ইলাইহিমুছ্নাইনি ফাকায্যাবূহুমা ফা'আয্-যায্না বিসালিসিন্ ফাক্বালূ ইন্না-ইলাইকুম্ মুরসালূন ১৫। ক্বালূ মা আন্তুম্ ইল্লা বাশারুম মিছ্লুনা ওয়া মা আন্যালার্ রাহমানু মিন শাইইন্ ইন্ আন্তুম ইল্লা তাক্যিবূন ১৬। ক্বালূ রাব্বুনা ইআ'লামু ইন্না ইলাইকুম্ লামুর্সালূন ১৭। ওয়া মা'আলাইনা ইল্লাল বালাগুল্ মুবীন ১৮। ক্বালূ ইন্না তাত্বাইয়্যারনা বিকুম, লাইল্লাম তান্তাহূ লানারজূমান্নাকুম ওয়া লাইয়ামাস্সান্নাকুম মিন্না আযাবূন 'আলীম ১৯। ক্বালূ ত্বা-ইরুকুম্ মা'আকুম, আ-ইন্ যুক্কির্তুম, বাল আন্তুম ক্বাওমুম্ মুসরিফূন ২০। ওয়া জা-আমিন্ আক্বসাল্ মাদীনাতি রাজুলুই ইয়াস'আ ক্বালা ইয়া ক্বাওমিত্তাবি'উল্ মুরসালীন ২১। ইত্তাবিউ'মাল্লা ইয়াস্ আলুকুম আজরাওঁ ওয়াহুম মুহ্তাদূন ২২। ওয়ামা লিয়া লা-আ'বুদুল্লাযী ফাত্বারানী ওয়া

ইলাইহি তুর্‌জা'উন ২৩। আ আত্তাখিযু মিন্ দুনিহী আলিহাতান্ ইঁই ইয়ুরিদ্‌নির্ রাহ্‌মানু বিদুর্‌রিল লা-তুগনি 'আন্নী শাফা'আতুহুম শাইয়াওঁ ওয়ালা ইয়ূন ক্বিযূন ২৪। ইন্নী ইযাল্লাফী দ্বলালিম্ মুবীন ২৫। ইন্নী আমান্‌তু বিরাব্বিকুম ফাসমা'উন ২৬। ক্বীলাদ্‌খুলিল জান্নাতা, ক্বালা ইয়ালাইতা ক্বাওমী ইয়া'লামূন ২৭। বিমা গাফারালী রাব্বী ওয়াজা'আলানী মিনাল্ মুক্‌রামীন ২৮। ওয়া মা-আন্‌যালনা 'আলা ক্বাওমিহী মিম্ বা'দিহী মিন্ জুন্‌দিম্ মিনাস্‌সামায়ি ওয়া মা-কুন্না মুন্‌যিলীন ২৯। ইন্ কানাত্ ইল্লা সাইহাতাওঁ ওয়াহিদাতান্ ফা ইযাহুম খামিদূন ৩০। ইয়া হাসরাতান্ 'আলাল 'ইবাদি, মা ইয়া' তীহিম মির্‌রাসূলিন ইল্লা কানূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন ৩১। আলাম্ ইয়ারাও কাম্ আহ্‌লাক্‌না ক্বাব্‌লাহুম মিনাল কুরূনি আন্নাহুম ইলাইহিম লা ইয়ারজি'উন ৩২।

ওয়া ইন্ কুল্লু লাম্মা জামী'উল্ লাদাইনা মুহ্দ্বারূন ৩৩। ওয়া আ-ইয়াতুল্ লাহুমুল আরদ্বুল মাইতাতু, আহ্'ইয়াইনাহা ওয়া আখরাজ্না মিন্হা হা'ব্বান ফামিন্হু ইয়া'কুলূন ৩৪। ওয়া জা'আলনা ফীহা জান্নাতিম্ মিন নাখিলিওঁ ওয়া আ'নাবিওঁ ওয়া ফাজ্জার্না ফীহা মিনাল্ 'উয়ূন ৩৫। লিয়া'কুলু মিন ছামারিহী ওয়া মা 'আমিলাতহু আইদীহিম, আফালা ইয়াশ্কুরূন ৩৬। সুব্হানাল্লাযী খালাক্বাল আয্ওয়াজা কুল্লাহা মিম্মা তুম্বিতুল্ আরদু ওয়া মিন আন্ফুসিহিম ওয়া মিম্মা লা ইয়া'লামূন ৩৭। ওয়া আয়াতুল্ লাহুমুল্ লাইলু, নাসলাখূ মিনহুন্ নাহারা ফাইযাহুম মুয্লিমূন। ৩৮। ওয়াশ্ শামসু তাজ্রী লিমুস্তাক্বার্রিল্লাহা, যালিকা তাক্বদীরুল্ আযীযিল 'আলীম ৩৯। ওয়াল্ক্বামারা ক্বাদ্দার্নাহু মানাযিলা হাত্তা 'আদা কাল

'উরজূনিল ক্বাদীম ৪০। লাশ্‌শামসু ইয়ামবাগী-লাহা আন্‌তুদ্‌রিকাল ক্বামারা ওয়া লাল্‌ লাইলু সাবিকুন্‌ নাহারি, ওয়া কুল্লুন ফী ফালাকিই ইয়াসবাহূন ৪১। ওয়া আয়াতুল লাহুম আন্না হামাল্‌না যুর্‌রিয়্যাতাহুম ফিল ফুলকিল্‌ মাশ্‌হুন ৪২। ওয়া খালাক্বনা লাহুম মিম্‌ মিস্‌লিহী মা ইয়ারকাবূন ৪৩। ওয়া ইন্‌ নাশা' নুগরিক্বহুম ফালা সারীখা লাহুম ওয়া লা-হুম ইয়ূনক্বাযূন ৪৪। ইল্লা রাহমাতাম মিন্না ওয়া মাতা'আন ইলা-হীন ৪৫। ওয়া ইযা ক্বীলা লাহুমুত্তাকূ মা বাইনা আইদীকুম ওয়া মা খাল্‌ফাকুম্‌ লা'আল্লাকুম্‌ তুরহা'মূন ৪৬। ওয়া মা তা'তীহিম মিন আয়াতিম্‌ মিন আয়াতি রাব্বিহিম ইল্লা কানূ 'আনহা মু'রিদ্বীন ৪৭। ওয়া ইযা ক্বীলালাহুম আন্‌ ফিকূ মিম্মা রাযাক্বা কুমুল্লাহু ক্বালাল্‌ লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আমানূ আনুত্‌ই'মু মাল্‌ লা ইয়াশা-আল্লাহু আত্‌'আমাহূ; ইন

আনতুম ইল্লা ফী দ্বালালিম্ মুবীন ৪৮। ওয়া ইয়াক্বুলুনা মাতা হাযাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্তুম সাদিক্বীন ৪৯। মা ইয়ান্যুরূনা ইল্লা ছাইহাতাওঁ ওয়াহিদাতান্ তা'খুযুহুম্ ওয়া হুম ইয়াখিসিমূন ৫০। ফালা ইয়াস্তাত্বী'উনা তাওছিসয়াতাওঁ ওয়া-লা ইলা-আহ্লিহিম্ ইয়ারজিউ'ন ৫১। ওয়া নুফিখা ফিস্সূরি ফাইযা হুম্ মিনাল আজ্দাসি ইলা রাব্বিহিম ইয়ানসিলুন ৫২। ক্বালু ইয়া ওয়াইলানা মাম্বা'আছানা মিম্মার ক্বাদিনা; হাযা মা ওয়া'দার রাহ্মানু ওয়া সাদাক্বাল মুরসালূন। ৫৩। ইন্ কানাত্ ইল্লা সাইহাতাও ওয়াহিদাতান ফা ইযাহুম্ জামী'উল্ লাদাইনা মুহদ্বারূন ৫৪। ফাল্ইয়া ওমা-লা-তুয্লামু নাফসুন শাইআওঁ- ওয়ালা-তুজযাওনা ইল্লা মা কুন্তুম তা'মালূন ৫৫। ইন্না আস্হাবাল জান্নাতিল ইয়াওমা ফী শুগুলিন্ ফাকিহূন ৫৬। হুম ওয়া আযওয়াজুহুম ফী যিলালিন

'আলাল্ আরাইকি মুত্তাকিউন ৫৭। লাহুম ফীহা ফাকিহাতুওঁ ওয়ালাহুম্মা ইয়াদ্দা'উন ৫৮। সালামুন, ক্বাওলাম্ মির্ রাব্বির রাহীম ৫৯। ওয়াম্তাযুল ইয়াওমা আইয়্যহাল মুজরিমূন্ (৬০) আলাম আ'হাদ্ ইলাইকুম ইয়াবানী আদামা আল্লা তা'বুদুশ্ শাইত্বানা; ইন্নাহু লাকুম 'আদুওউম মুবীন ৬১। ওয়া আনি'বুদূনী, হাযা সিরাতুম মুসতাক্বীম ৬২। ওয়ালাক্বাদ আদ্বাল্লা মিনকুম জিবি-ল্লান্ কাছীরান, আফালাম তাকূনূ তা'ক্বিলূন ৬৩। হাযিহী জাহান্না-মুল্লাতী কুন্তুম তূআ'দূন ৬৪। ইস্লা-ওহাল্ ইয়াওমা বিমা কুন্তুম তাক্ফুরূন ৬৫। আল্ ইয়াওমা নাখ্তিমু 'আলা আফ্ওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদী-হিম ওয়া তাশ্হাদু আরজুলুহুম বিমা কানূ ইয়াকসিবূন ৬৬। ওয়ালাও নাশাউ লাত্বামাসনা 'আলা আ'য়ূনিহিম ফাস্তাবাকুস সিরাত্বা ফাআন্না ইয়ুবসিরূন ৬৭। ওয়ালাও

নাশাউ লামাসাখ্‌নাহুম'আ'লা মাকানা তিহিম ফামাস্‌-তাত্বা'উ-মুদ্বিয়াওঁ -ওয়ালা ইয়ারজি'উন ৬৮। ওয়ামান্‌ নুআ'ম্মিরহু নুনাক্‌কি স্‌হু ফিল্‌খালক্বি, আফালা ইয়া'ক্বিলূন ৬৯। ওয়ামা-'আল্লামনা হুশ্‌ শি'রা ওয়া মা ইয়াম্বাগী লাহূ, ইন হুয়া ইল্লা যিকরুওঁ ওয়া কুরআনুম্‌ মুবীন ৭০। লিয়ূন্‌যিরা মান কানা হা'ইয়াঁও ওয়া ইয়াহি'ক্কাল ক্বাওলু 'আলাল কাফিরীন ৭১। আওয়ালাম ইয়ারাও আন্না খালাক্‌না লাহুম মিম্মা 'আমিলাত আইদীনা আন্‌'আমান ফাহুম লাহা মালিকূন ৭২। ওয়া যাল্লাল্‌নাহা লাহুম ফামিনহা রাকূবুহুম ওয়া মিন্‌হা ইয়া'কুলূন ৭৩। ওয়া লাহুম ফীহা মানাফিউ' ওয়া মাশারিবু, আফালা ইয়াশ্‌কুরূন ৭৪। ওয়াত্তাখায়ূ মিন দুনিল্লাহি আলিহাতাল্‌ লা'আল্লাহুম ইয়ুনসারূন ৭৫। লা ইয়াস্তাত্বি'উনা নাসরাহুম, ওয়াহুম লাহুম জুন্দুম্‌ মুহদ্বারূন ৭৬। ফালা ইয়াহ্‌যুন্‌কা

ক্বাওলুহুম, ইন্নীনা'লামু মা-ইয়ুসির্‌রূনা ওয়া মা ইয়ু'লিনূন ৭৭। আওয়ালাম ইয়ারাল ইন্‌সানু আন্না খালাক্বনাহু মিন নুত্বফাতিন ফাইযা হুয়া খাসীমুম মুবীন ৭৮। ওয়া দ্বারাবা লানা মাছালাও ওয়া নাসিয়া খাল্‌ক্বাহু ক্বালা মাইঁয়ূহ্‌য়িল 'ইযামা ওয়া হিয়া রামীম ৭৯। কুল য়ুহ্‌য়ীহাল্লাযী আন্‌শাআহা আউয়ালা মার্‌রাতিন, ওয়া হুয়া বিকুল্লি খাল্‌ক্বিন 'আলীম ৮০। আল্লাযী জা'আলা লাকুম্ মিনাশ্ শাজারিল আখ্‌দ্বারি নারান ফা ইযা আন্‌তুম মিনহু তুক্বিদূন ৮১। আওয়া লাইসাল্লাযী খালাক্বাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা বিক্বাদিরিন 'আলা আইঁয়্যাখ্‌লুক্বা মিছলাহুম, বালা,-ওয়াহুয়াল্ খাল্লাকুল 'আলীম ৮২। ইন্নামা আমরুহু ইযা আরাদা শাইআন আঁইয়াকুলা লাহু কুন্ ফাইয়াকূন। ৮৩। ফাসুবহানাল্লাযী বিইয়া-দিহী মালাকূতু কুল্লি শায়ইঁও ওয়া ইলাইহি তুর্‌জা'উন।

বিশ লাখ নেকীর দু'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا للّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহ্দাহু লা-শারী-কালাহু আহা'দান ছামাদান লামইয়ালিদ অলাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহা'দ।

কবর জিয়ারতের দোয়া

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আহ্লাল কুবুরি মিনাল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি ওয়াল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি, আনতুম লানা সালাফুওঁ ওয়া নাহ্নু লাকুম তাবাউন্ ওয়া ইন্না ইন্ শা-আল্লাহু বিকুম লাহিকুন।

এই দোয়া পাঠ করিবার পরে সূরা ফাতিহা, সূরা কাফিরূন, আয়াতুল কুরসী একবার

করিয়া পাঠ করিবে। অতঃপর ১১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া ইহার সওয়াব কবরস্থানের মুর্দারগণের রূহের প্রতি সওয়াব রেছানী করিবে।

আশি বৎসরের গুনাহ মাফের দরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدَنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদানিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

সত্তর হাজার ফিরিশতার দোয়া পাবার আমল

আউযুবিল্লাহিস সামী 'ইল আলীম, মিনাশ শাইতানির রাজীম।

৩বার পড়ার পরে সূরা হাসরের শেষ ৩টি আয়াত পড়লে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দোয়া করবে।

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

উচ্চারণ ঃ হুয়াল্লা-হুল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহু, আ'লিমুল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাতি হুয়ার্ রহমানুর রাহীম। হুয়াল্লা-হুল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লাহু, আলমালিকুল কুদ্দুসুস্ সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আযীযুল জাব্বারুল মুতাক্বাব্বির, সুব্হানাল্লাহি আম্মা ইশ্রিকুন হুয়াল্লাহুল খলিকুল বারিউল মুছাওবিরু লাহুল আসমা উল হুছনা। ইউ সাব্বিহু লাহু মা-ফিস্সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি, ওয়া হুওয়াল আ'যী-যুল হাকী-ম।

আয়াতুল কুরসী

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুমু, লা-তা'খুযুহু ছিনাতুঁও ওয়ালা নাওম্, লাহু-মা ফিছ্ছামা ওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরদ্বি। মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহ্ ঈয়ালামু মা বাইনা

আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-য়া ওয়াছিআ কুরছিয়্যুহুছ ছামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়াহুওয়াল আলিয়্যুল আযীম।

সর্বোত্তম দরূদ শরীফ

আল্লাহ তা'য়ালার তরফ হইতে হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করিবার আয়াত নাযিল হইবার পর সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমরা আপনার প্রতি কি প্রকারে দরূদ পাঠ করিব? তখন রাসূলে করীম (স) সাহাবীগণকে এই দরূদ শরীফ শিক্ষা দিয়াছেন। যেই দরূদ শরীফ আমরা নামাযের বৈঠকে তাশাহুদের পরে পাঠ করিয়া থাকি। এই দরূদ শরীফ সমস্ত দরূদ হইতে উত্তম।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ্। আল্লাহুম্মা বারিক্ আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা বারক্তা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

দরূদে শিফা ও ফযীলত

ফযীলত ঃ দেশ গ্রামে মহামারি আকারে কলেরা, বসন্ত বা অন্য কোন রোগ দেখা দিলে ফজর ও মাগরিব নামাযের পরে এই দরূদ শরীফ তিনবার পাঠ করিলে, আল্লাহর রহমতে উক্ত মহামারী রোগ হইতে রক্ষা পাইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ وَبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّشِفَاءٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ বিআ'দাদি কুল্লি দায়িওঁ ওয়া দাওয়াইন্ ওয়া বিআ'দাদি কুল্লি ই'ল্লাতিওঁ ওয়া শিফায়িন্।

দরূদে যিয়ারাত ও ফযীলত

ফযীলত ঃ বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমাইয়াছেন, যেই ব্যক্তি জুমুয়া'র

রাত্রিতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে এশার পরে দুই রাকয়াত নামায পড়িবে, ইহার প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে একবার আয়াতুল কুরসী এবং ১৫ বার সূরা ইখলাছ পাঠ করিবে। নামায শেষে এই দরূদ শরীফ ১০০০ বার পাঠ করিয়া পাক বিছানায় নিদ্রা যাইবে। আল্লাহর রহমতে হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-কে খাবের মধ্যে দর্শন নছীব হইবে। আর যিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিতে পাইবে সে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

দরূদে খায়ের ও ফযীলত

ফযীলত ঃ এই দরূদ শরীফ বেশি পরিমাণে পাঠ করিলে কেয়ামতের দিন নাজাত লাভ হইবে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর রূহ মুবারক খুশি হইবে, আর তাঁহার অন্তরে বেহেশত লাভের আকাংখা জাগরিত হইবে। মৃত্যুর পরে শেষ বিচারে বেহেশত নছীব হইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

যাকাত কার উপর কিসের উপর ফরজ

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনার কিংবা এই মূল্যের টাকা কিংবা নোটের

মালিক হয় এবং তার নিকট ঐ পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বৎসর সময় স্থায়ী থাকে, তার উপর যাকাত ফরজ হয়। এই মালকে 'নেছাব' বলে এবং মালিককে 'ছাহেবে নেছাব' বলে। (শামী)

মাসআলা ঃ যদি কারও নিকট নেছাব পরিমাণ মাল ৪/৫ মাস থাকে, তারপর কম হয়ে যায় এবং ২/৩ মাস কম থাকে, তারপর আবার নেছাব পুরা হয়ে যায়, তবে তার যাকাত দিতে হবে। মোটকথা, বছরের শুরু ও শেষ দেখতে হবে। – আলমগীরী

মাসআলা ঃ যদি কিছু সোনা এবং কিছু রূপা থাকে, কিন্তু পৃথকভাবে একটিরও নেছাব পূর্ণ হয় না, তবে উভয়ের মূল্য যোগ করলে যে, কোন একটির হিসাবে নেছাব পুরা হয়, তবে যাকাত ফরজ হবে। –আলমগীরী

মাসআলা ঃ তেজারতের মাল যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান থাকে, তবে এগুলোর যাকাত দিতে হবে। –হেদায়া

মাসআলা ঃ কারখানা এবং মিল ইত্যাদির মেশিনের উপর যাকাত ফরজ নয়। তবে এগুলোতে যে মাল তৈরী হয়, সেগুলোর উপর যাকাত ফরজ। এমনিভাবে, কাঁচা মাল যা কারখানাতে পাকা মাল তৈরীর জন্য রাখা থাকে, সেগুলোর উপরও যাকাত ফরজ। –শামী

মাসআলা ঃ প্রভিডেন্ট ফান্ড যা এখনও ওসূল হয় নাই, এর উপর যাকাত ফরজ নয়। কিন্তু চাকুরী ছাড়ার পর প্রাপ্ত টাকা যদি নেছাব পরিমাণ হয়, তখন যাকাত ফরজ হবে। পিছনের বছরগুলোর যাকাত দিতে হবে না। –জাঃ ফিক্‌হ

যাকাত আদায় করার নিয়ম

মাসআলা ঃ বছরের হিসাব চাঁদের মাস হিসাবে ধর্তব্য হবে। মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে অর্থাৎ একশত টাকায় আড়াই টাকা, চল্লিশ টাকায় এক টাকা। –আলমগীরী

মাসআলা ঃ যাকাতের মাল যখন গরীব মিসকীনের হাতে দিবে তখন মনে মনে এই খেয়াল (নিয়ত) করবে যে, এই মাল আমি যাকাত বাবত দিচ্ছি। দেওয়ার সময় এইরূপ নিয়ত মনে মনে না থাকলে যাকাত আদায় হবে না; পুনরায় নিয়ত সহ দিতে হবে। –হেদায়া, শামী

মাসআলা ঃ যদি কোন গরীবকে পুরুস্কার বা বখশিশ বা হাদিয়া বলে যাকাতের মাল দেওয়া হয়, কিন্তু মনে মনে যাকাতের নিয়ত থাকে, তবে এতেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। –জাঃ ফিক্‌হ

মাসআলা ঃ কোন গরীবের নিকট (উদাহরণতঃ) দশ টাকা পাওনা ছিল এবং নিজের মালের যাকাতও হিসাবে দশ টাকা বা এর বেশী হয়। এতে যদি যাকাতের নিয়তে সেই পাওনা মাফ করে দেওয়া হয়, তবে যাকাত আদায় হবে না। অবশ্য তাকে যাকাতের নিয়তে দশ টাকা দিলে যাকাত আদায় হবে। এখন এই টাকা তার নিকট থেকে করজ শোধ বাবত নেওয়া দুরুস্ত আছে। –জাঃ ফিক্‌হ

মাসআলা ঃ আপনার বলা ব্যতিরেকে কেউ আপনার পক্ষ থেকে যাকাত দিয়ে দিলে যাকাত আদায় হবে না; পরে আপনি মঞ্জুর করলেও হবে না। –আলমগীরী

ঘুম থেকে উঠার পর দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশুর।

নিদ্রার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বি-ইছমিকা আমুতু ওয়া আহ ইয়া।

ঘুমে ভয় পেলে দু'আ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ .

উচ্চারণ ঃ আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শার্‌রে গাদা বিহি ওয়া আযাবিহি ওয়া মিন্ শার্‌রি ইবাদিহি ওয়া মিন্ হামা যাতিশ্ শায়াতীন ওয়া আন য়াহ্দুরুন।

ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি।

ঘরে প্রবেশ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাল মাওলাজি ওয়া খায়রাল মাখরাজি বিস্‌মিল্লাহি ওয়ালাজনা ওয়া বিস্‌মিল্লাহি খারাজনা ওয়া আলাল্লাহি রাব্বানা তাওয়াক্কালনা।

মসজিদে প্রবেশের দু'আ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাফ তাহ্লি আবওয়াবা রাহ্মাতিকা।

মসজিদ থেকে বের হাবার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাইন্নি আস আলুকা মিন ফাদ্বলিকা।

পানাহারের সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا عَذَابَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰهِ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিমা রাযাকতানা ওয়াকিনা আযাবান নার, বিসমিল্লাহি।

পানাহারের শেষে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আত্আমানা ওয়া ছাকানা ওয়া জায়ালনা মিনাল মুসলিমীন।

স্ত্রী সহবাসের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا ـ

উচ্চারণ ঃ বিছ্মিল্লাহে আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাজাক্তানা।

বিপদের আশংকার সময় দু'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নীকুনতু মিনাজ জোয়ালেমীন।

নতুন চাঁদ দেখার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনে ওয়াল ঈমানি ওয়াস্ সালামাতি ওয়াল ইসলামি রাব্বি ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

অসুখ ও খারাপ প্রভাব থেকে রক্ষার দু'আ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ .

উচ্চারণ ঃ আউযু বিল্লাহি ওয়াকুদরাতিহি মিন শাররি মা আজিদু ওয়া ইহাযিরু।

সমাপ্ত